দিল্লিতে এইচ১এন১ বিপজ্জনক স্তরে, আক্রান্ত ১,৩৪৯, জরুরি বৈঠকে নাড্ডা

দিল্লি, ২১ আগস্ট— দিল্লিতে দ্রুত বাড়ছে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। রাজধানীতে এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,৩৪৯-এ পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২৯। ফলে এক বছরের ব্যবধানে সংক্রমণের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, দিল্লির অতিরিক্ত আর্দ্র আবহাওয়া এবং বার বার আবহাওয়ার পরিবর্তনই শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বাড়ার অন্যতম কারণ।

দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১১৪ জন নতুন করে এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগের রূপ নেওয়ায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এক জরুরি পর্যালোচনা বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর পঙ্কজ কুমার সিং সহ কেন্দ্রীয় ও দিল্লি সরকারের একাধিক শীর্ষ স্বাস্থ্য আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হলে সাধারণত হঠাৎ জ্বর, শুকনো কাশি, গলা ব্যথা, মাথাযন্ত্রণা, সারা শরীরে ব্যথা, কাঁপুনি এবং প্রচণ্ড ক্লান্তির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে সংক্রমণ গুরুতর আকার ধারণ করে শ্বাসকষ্টও হতে পারে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ, উপসর্গ দেখা দিলে তা হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, দীর্ঘক্ষণ ধরে বেশি জ্বর, অস্বাভাবিক আচরণ বা বিভ্রান্তি এবং ঠোঁট নীল হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বয়স্ক মানুষ, ছোট শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং অন্য কোনও অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।

বর্ষাকালে সাধারণত শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ে। তার সঙ্গে দিল্লির দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্র আবহাওয়া পরিস্থিতিকে আরও অনুকূল করে তুলছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে এই সময়ে সর্দি-কাশি, জ্বর বা অন্য কোনও শ্বাসযন্ত্রের উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণ থেকে বাঁচতে চিকিৎসকেরা কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক বা মুখে হাত না দেওয়া এবং কাশি বা হাঁচির সময় রুমাল, টিস্যু কিংবা মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা জরুরি। অসুস্থ অবস্থায় ভিড় বা জনসমাগম এড়িয়ে চলার পাশাপাশি অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ কমানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উপসর্গ দেখা দিলে সম্ভব হলে বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত সুস্থ হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং অন্যদের মধ্যেও সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি কমবে। প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়াই নিরাপদ।

পাশাপাশি, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। রাজধানীতে গত বছরের তুলনায় এইচ১এন১ সংক্রমণের এত বড় বৃদ্ধি প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে সচেতনতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মহাকাশ স্টার্টআপ সিইওদের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ২১, আগস্ট— পৃথিবীর কক্ষপথ ছাপিয়ে এবার লক্ষ্য বিশ্ব মহাকাশ-বাজার। শুক্রবার দেশের ২০টি মহাকাশ স্টার্টআপ সংস্থার কর্ণধারদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ভারতকে শুধু মহাকাশ অভিযানের দেশ নয়, 'বৈশ্বিক মহাকাশ প্রযুক্তি কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাঁর সরকার। দিল্লির সেবাতীর্থে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আয়োজিত ওই বৈঠকে উঠে আসে বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের দ্রুত বিস্তারের ছবিও। রকেট নির্মাণ থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য অর্ধ-ক্রায়োজেনিক উৎক্ষেপণযান, উপগ্রহ প্রযুক্তি থেকে উন্নত প্রপালশন, বিমানচালনা, মহাকাশ-প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ব্যবস্থা, মহাকাশের আবর্জনা সরানো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে একাধিক ক্ষেত্রের সম্ভাবনা তুলে ধরেন স্টার্টআপ প্রতিনিধিরা। তাঁদের বক্তব্য, সরকারের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বের ফলে এক শক্তিশালী মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, সুযোগ এখন আরও বড়। তাঁর কথায়, বহু দেশ এখনও মহাকাশে বড় বিনিয়োগ করতে পারে না।

সেই জায়গাটিই ভারতের জন্য বড় সুযোগ। তাই দেশীয় উদ্ভাবনকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ মানুষের জীবনেও পৌঁছে দিতে হবে। কৃষি ও পরিবেশের মতো ক্ষেত্রের সঙ্গে মহাকাশ প্রযুক্তির সংযোগ বাড়ানোর উপরেও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উপগ্রহ মারফত পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে কৃষকদের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

দেশের ৯৮ হাজার স্কুলে নেই মেয়েদের উপযুক্ত শৌচাগার

স্যানিটেশনে দেশের মধ্যে চতুর্থ পশ্চিমবঙ্গ

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ২১ আগস্ট— দেশের প্রায় ৯৮ হাজার সরকারি স্কুলে মেয়েদের জন্য ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার এবং পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেই। নীতি আয়োগের ২০২৫-২৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই পরিস্থিতি ছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলে যাওয়া, মর্যাদা এবং শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে মাসিক চলাকালীন প্রয়োজনীয় শৌচাগার, পরিষ্কার জল এবং পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারণে বহু ছাত্রী স্কুলছুট হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশে মোট প্রায় ১০.০৫ লক্ষ সরকারি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯.৯০ লক্ষ স্কুলে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার রয়েছে। প্রায় ১৫ হাজার স্কুলে মেয়েদের শৌচাগারের কোনও ব্যবস্থা নেই। আরও ৭১,৯৫৯টি স্কুলে শৌচাগার থাকলেও তা ব্যবহারযোগ্য নয়। অর্থাৎ শুধু শৌচাগার তৈরি করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার এবং ব্যবহারযোগ্য রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৯৮.৭ শতাংশ সরকারি স্কুলে মেয়েদের জন্য শৌচাগার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে। তবে রাজ্যভেদে পরিস্থিতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মেয়েদের শৌচাগার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ সাফল্য নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে হরিয়ানা। ৯৯.৯ শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় কেরল। পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ দু'টিই ৯৯.৮ শতাংশ নিয়ে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ওড়িশাও ৯৯.৮ শতাংশ নিয়ে পঞ্চম স্থানে। হিমাচল প্রদেশ ও কর্নাটক ৯৯.৭ শতাংশ নিয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম। বিহার ৯৯.৬ শতাংশ নিয়ে অষ্টম এবং সিকিমও ৯৯.৬ শতাংশ নিয়ে নবম স্থানে। আসাম রয়েছে দশম স্থানে, তাদের সাফল্যের হার ৯৫.৬ শতাংশ।

অন্যদিকে, কিছু রাজ্যে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে উদ্বেগজনক। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মেঘালয়, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, ত্রিপুরা এবং তেলঙ্গানায় মেয়েদের স্যানিটেশন ব্যবস্থার ঘাটতির কথা রিপোর্টে উঠে এসেছে।

মেয়েদের মাসিক স্বাস্থ্য নিয়েও বিষয়টি ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে শীর্ষ আদালত স্কুলে ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার, পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং ব্যবহৃত প্যাড ফেলার উপযুক্ত ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলা হলেও অভিযোগ, এখনও সর্বত্র তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই কারণেই চলতি মাসে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাকারী রীপক কন্সাল সরকারি স্কুলগুলিতে মেয়েদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা শতভাগ কার্যকর করা এবং তার নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।

'ইউনিকর্ন মাস্ট' প্রযুক্তি ভাগের চুক্তি ভারত-জাপানের

দিল্লি, ২১ আগস্ট— দক্ষিণ ও পূর্ব চিন সাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় সমুদ্র নিরাপত্তায় একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল ভারত ও জাপান। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে মেরিটাইম সিকিউরিটি কোঅপারেশন বা সমুদ্র নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে সমুদ্র ও আকাশপথে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা এবং একতরফা বাধার বিরোধিতা করার বিষয়ে দুই দেশ নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

দক্ষিণ ও পূর্ব চিন সাগরে বেজিংয়ের সামরিক তৎপরতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। ভারত মহাসাগরেও চিনের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জাপানের সঙ্গে ভারতের নতুন চুক্তিকে কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

চুক্তি অনুযায়ী, দক্ষিণ ও পূর্ব চিন সাগরে জাহাজ ও বিমান চলাচলে কোনও দেশ একতরফা বাধা তৈরি করলে ভারত ও জাপান তার বিরোধিতা করবে। পাশাপাশি দুই দেশের নৌবাহিনীর জাহাজ একে অপরের বন্দরে যাতায়াতের সুযোগ পাবে। যৌথ সামরিক মহড়া, জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানো হবে।

সোমালিয়া ও ইয়েমেন উপকূলে ফের জলদস্যুদের হামলা, বন্দি ২২ ভারতীয় নাবিক

মোগাদিশু, ২১ আগস্ট— সোমালিয়া-ইয়েমেন সংলগ্ন বিপজ্জনক জলপথে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল জলদস্যুদের আতঙ্ক। পৃথক দুটি ঘটনায় সশস্ত্র দস্যুদের হাতে ছিনতাই হয়েছে দুই বাণিজ্যিক জাহাজ। দুই জাহাজ মিলিয়ে অন্তত ২২ জন ভারতীয় নাবিক বন্দি হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পর পর এই হামলার ঘটনায় 'হর্ন অব আফ্রিকা' সংলগ্ন আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ইয়েমেনের উপকূলের কাছে এডেন উপসাগরে। ইরিত্রিয়ার পতাকাবাহী তেল ও রাসায়নিকবাহী ট্যাংকার 'এমটি সিবু ১' ইয়েমেন উপকূল থেকে প্রায় ৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে যাওয়ার সময় হামলার মুখে পড়ে। ছয় জন সশস্ত্র জলদস্যু জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। ট্যাংকারটিতে মোট ২০ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জনই ভারতীয় নাগরিক। বাকিদের মধ্যে সিরিয়া, সুদান এবং ইরাকের এক জন করে নাগরিক রয়েছেন। আরও এক কর্মীর পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 'সিবু ১'-এর কর্মীরা আপাতত নিরাপদে রয়েছেন। জাহাজটির পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। নাবিকদের নিয়োগকারী সংস্থাকেও ই-নাভিক পোর্টালের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে জাহাজটি বর্তমানে কোথায় রয়েছে এবং জলদস্যুরা ঠিক কী দাবি জানিয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

দ্বিতীয় হামলাটি হয়েছে সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড উপকূলের কাছে। ক্যামেরুনের পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ 'এমভি লুতুফ'-কে ঘিরে ধরে আট জনের একটি সশস্ত্র জলদস্যু দল। জাহাজে থাকা ১০ জন কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীকেই বন্দি করা হয়েছে বলে খবর। তাঁদের মধ্যে ছয় জন ভারতীয় নাবিক রয়েছেন। বাকি চার জনের মধ্যে এক জন তুরস্কের নাগরিক, এক জন জর্জিয়ার নাগরিক এবং দু'জন সার্বিয়ার নিরাপত্তাকর্মী।

সোমালিয়ার স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, জলদস্যুরা জাহাজটিকে নুগাল উপকূলের দিকে নিয়ে গিয়েছে। পরে সেটিকে পুন্টল্যান্ডের ডাঙ্গোরোইয়ো জেলার গারমালের কাছাকাছি উপকূলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। জাহাজটির গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে বন্দি নাবিকদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

'পোলার মুভমেন্ট শিপিং'-এর মালিকানাধীন 'লুতুফ' জাহাজটি মোগাদিশুতে অবস্থিত তুরস্কের একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম বহন করছিল। এর মধ্যে অস্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উপগ্রহ-ভিত্তিক যোগাযোগের যন্ত্রও ছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে ঘটনাটি শুধু সামুদ্রিক নিরাপত্তার দিক থেকেই নয়, কূটনৈতিক ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জানা গিয়েছে, 'লুতুফ'-এ হামলা চালানো জলদস্যু দলটি এর আগেও একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত ছিল। গত ২৬ এপ্রিল 'এমভি সোয়ার্ড' নামে একটি জাহাজ ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ফলে পুন্টল্যান্ড উপকূলে জলদস্যুদের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে সতর্কতা জারি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পর পর দুটি ঘটনায় ২২ জন ভারতীয় নাবিক বন্দি হওয়ার খবরে তাঁদের পরিবারগুলির মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। নাবিকদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তৎপরতা শুরু হয়েছে। সোমালিয়া ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করে। ফলে জলদস্যুদের ফের সক্রিয় হয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রেও নতুন আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শপথ নিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মির্জা ফকরুল

ঢাকা, ২১ আগস্ট— বঙ্গভবনের দরবার শপথ নিলেন বাংলাদেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদ, প্রধান বিচারপতি, কূটনীতিক এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২৫৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন বিএনপির প্রবীণ নেতা মির্জা ফখরুল। ১৯৯১ সালের পর এই প্রথম বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হল। শপথের আগে শুক্রবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দলের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাও করেন তিনি।

আজকের শপথের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব নেবেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আলাস্কার বরফঢাকা পাহাড়ে চার্টার্ড বিমান ভেঙে মৃত ৮

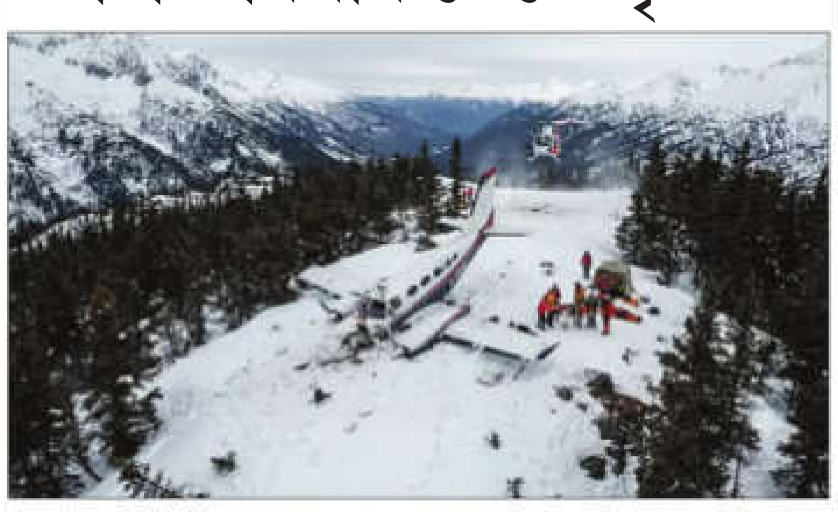

জুনো, ২১ আগস্ট— আলাস্কার দুর্গম এলাকায় বরফঢাকা পাহাড়ে ভেঙে পড়ল একটি চার্টার্ড বিমান। বিমানে থাকা ২ পাইলট-সহ ৮ জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে সকলের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের আলাস্কা অঞ্চলের প্রধান ক্লিন্ট জনসন জানিয়েছেন, বিমানে ২ পাইলট এবং ৬ জন যাত্রী ছিলেন।

বৃহস্পতিবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজ থেকে কেপ নিউনহ্যামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বিমানটি। গন্তব্যের কাছে পৌঁছনোর সময়, অবতরণের ঠিক আগেই সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কেপ নিউনহ্যাম রাডার সাইট অ্যাঙ্কোরেজ থেকে প্রায় ৪৫০ মাইল দূরে। দুর্ঘটনাস্থলটি অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকারীদের যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়। খবর পেয়েই আলাস্কা রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের নেতৃত্বে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

জানা গিয়েছে, বিমানটি একটি বেসরকারি সংস্থার হয়ে চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রত্যন্ত রাডার সাইটের কাজের জন্যই সেটি ওই এলাকায় যাচ্ছিল। রাডার সাইটটি আলাস্কার আকাশসীমা পর্যবেক্ষণকারী নেটওয়ার্কের অংশ।

বিমানটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারাল তা এখনও স্পষ্ট নয়। আবহাওয়া, যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড। বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' পরীক্ষা এবং তদন্ত শেষ হলেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্গম ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে পশ্চিম আলাস্কায় উদ্ধার অভিযানও যথেষ্ট কঠিন ছিল।

পাক সরকারের কাছে ভারতে চিনি রপ্তানীর আর্জি পাক ব্যবসায়ীদের

ইসলামাবাদ, ২১ আগস্ট— মাত্র ১২ দিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি চিনির দাম প্রায় ১০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় চাপ তৈরি হয়েছে ভারতীয় বাজারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র শুল্কমুক্ত ভাবে চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে পাকিস্তানের চিনি শিল্প। পাক ব্যবসায়ীদের দাবি, দেশে মজুত থাকা উদ্বৃত্ত চিনির একাংশ ভারতের বাজারে রফতানির সুযোগ দেওয়া হোক। চিনির দাম বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। চলতি বছরে অনিয়মিত বর্ষার জেরে আখের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে চিনিকলগুলিতে কাঁচামালের জোগান কমেছে। এর পাশাপাশি ইথানল উৎপাদনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আখের রসের একটি বড় অংশ চিনির পরিবর্তে ইথানল তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইথানল উৎপাদন বাড়াতে গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পকে উৎসাহ দিয়েছে। ফলে ইথানল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি কৃষকদের কাছ থেকে তুলনামূলক বেশি দামে আখ কিনছে। এর প্রভাব পড়ছে চিনিকলগুলির আখ সংগ্রহে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বাজারে সরবরাহ বাড়াতে কেন্দ্র 'ট্যারিফ রেট কোটা'-র আওতায় ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি শুল্কমুক্ত ভাবে আমদানির অনুমতি দিয়েছে।

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন
আয়োজিত হবে
২৫.০৯.২০২৬

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিস

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার, ঋণগ্রহীতাদের প্রতি ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন এবং অনুমোদিত অফিসার নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত তারিখে, সময়ে ও স্থানে ই-অকশন আয়োজনের দ্বারা উক্ত আইনের রুল ৮-এর সাব-রুল ৫ ও ৬-এর অধীনে অনুমোদিত অফিসার প্রস্তাব আহ্বান করছেন। জনসাধারণকে এবং সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতাদের ও গ্যারান্টারদের এতদ্বারা অবগত করানো হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ উপস্থাপিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে এবং ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নরূপ শর্তাবলীতে নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্ট-এর অধীনে ই-অকশন আয়োজিত হবে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতাগণ / গ্যারান্টারগণ-এর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সিকিওরড ঋণ / বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিসের তারিখ এবং অধিগ্রহণের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং বায়নামূল্য জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতাগণ : মিসেস রিঙ্কি সরকার এবং মি. রামপ্রসাদ সরকার** (PAN No. DMAPS9431J & HLKPS0823R) **ঠিকানা :** পিতা কার্তিক মণ্ডল, ফ্ল্যাট নং এফএ-১, ২য় তল, ২২(৭৪৫) বিদ্যাসাগর সরণী, ফার্স্ট বাই লেন, বিরাটি, থানা-নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫১	ফ্ল্যাট নং : এফএ-১ (১বিএইচকে যার এসবিইউএ : ৮০৮ বর্গফুট তৎসহ জমিতে ও কমন এরিয়াতে আনুপাতিক অংশ কার্পেট এরিয়া ৫৬৫ বর্গফুট) জি+২ তলবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিংয়ের ২য় তলে, হোল্ডিং নং : ২২(৭৪৫) বিদ্যাসাগর সরণী, ফার্স্ট লেন, মৌজা-বিরাটি, জেএল নং : ০৭ রে.সু. নং ১৩৯, তৌজি নং : ১৭২, ১৭৪, দাগ নং : ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৭ মডিফায়েড কেএইচ নং ২০৪, থানা-নিমতা, কলকাতা-৭০০০৫১ যা সম্বলিত ওয়ার্ড নং ২০, উত্তর দমদম পৌরসভার সীমার অন্তর্গত, কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**১৬,৪৯,৬৯০.০৪ টাকা** (মূল পরিমাণ + সুদ) তারিখ ২৯.০৭.২০২৩ তৎসহ উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়সমূহ	৩১.০৭.২০২৩ ও ০৩.০৮.২০২৪ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**১৫,০০,০০০ টাকা** ও **১,৫০,০০০ টাকা**
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতা : বিশ্বনাথ সাহা** **ঠিকানা :** ১২৭/এ/২, নেতাজী সরণী, পোঃ মধ্যমগ্রাম বাজার, থানা মধ্যমগ্রাম, ২৪ উত্তর পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩০	হোল্ডিং নং ১২৭/এ/২, নেতাজী সরণী, পাত্র পাড়া, মৌজা-কোরা, জেএল নং ২৭, আরএস নং ১৮২, তৌজি নং ১৪৬, আরএস ও এলআর দাগ নং ১৫২৩, সাবেক খতিয়ান নং ১৬০, আরএস খতিয়ান নং ৭০৪, পোঃ মধ্যমগ্রাম বাজার, থানা-বারাসাত এখন মধ্যমগ্রাম, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ০২ এখন ১৬, কলকাতা-৭০০১৩০, জেলা উঃ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	**৯,৭০,৩০২.২৭ টাকা** (মূল পরিমাণ + সুদ) তারিখ ২৯.০৩.২০২৫ তৎসহ উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়	২৯.০৩.২০২৫ ও ২২.০৭.২০২৫ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**৪৪,১০,০০০ টাকা** ও **৪,৪১,০০০ টাকা**
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতা : সুব্রত চট্টোপাধ্যায়** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১২ **গ্যারান্টারগণ : সায়ন চট্টোপাধ্যায় এবং মৌসুমী চ্যাটার্জি** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১২	জমির পরিমাণ ৩বিএইচকে যার এসবিইউএ ১০৫০ বর্গফুট তৎসমেত জমি ও কমন এরিয়াতে আনুপাতিক অংশে কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৬৩৫ বর্গফুট ও বিল্ডিং যেখানে স্থিত ফ্ল্যাট নং ৩এ (উত্তর-পূর্ব দিকে), "কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক জি.৩ আরসিসি ফ্রেমড় তলবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলে, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ৬২, মৌজা-পানশিলা, জেএল নং ৬, পানশিলা গভঃ কলোনি, মিডল রোড, পোঃ পানশিলা, থানা খড়দহ, কলকাতা-৭০০১১২, দেশবন্ধু নগর বিদ্যামন্দির ফর গার্লস-এর পাশে, পানিহাটি পৌরসভার অধিক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নং ১৯, এডিএসআরও-সোদপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্বে : করিডোর+স্টেয়ার ও ফ্ল্যাট নং ৩ডি, পশ্চিমে : খোলা আকাশ।	**৮,৭৩,৭৯৭ টাকা** ০৯.১২.২০২৪ তারিখে এবং উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়	২২.০১.২০২৫ ও ২২.০৭.২০২৫ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**২৭,৯০,০০০ টাকা** ও **২,৭৯,০০০ টাকা**
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতা : উজ্জ্বল দে,** পিতা চিন্তু দে **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং এসএ ৩, ৩য় তল ২২(৭৪৫), বিদ্যাসাগর সরণী, ফার্স্ট বাই লেন বিরাটি, থানা-নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫১	সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে স্থিত ফ্ল্যাট নং এসএ-৩ (১বিএইচকে যার এসবিইউএ : ৫৮৫ বর্গফুট তৎসহ জমিতে ও কমন এরিয়াতে আনুপাতিক অংশ) জি+২ তলবিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমড় আবাসিক বিল্ডিংয়ের ৩য় তলে, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ২২(৭৪৫) বিদ্যাসাগর সরণী, ফার্স্ট লেন, মৌজা-বিরাটি, জেএল নং : ০৭ রে.সু. নং ১৩৯, তৌজি নং : ১৭২, ১৭৪, দাগ নং : ২৫০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৭ মডিফায়েড কেএইচ নং ২০৪, থানা-নিমতা, কলকাতা-৭০০০৫১ যা সম্বলিত ওয়ার্ড নং ২০, উত্তর দমদম পৌরসভার সীমার অন্তর্গত, কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**১৩,১৩,৩২৮.৯৯ টাকা** ২৭.১০.২০২৪ তারিখে এবং উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়	১৪.০১.২০২৫ ও ১৯.০৩.২০২৫ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**১০,৮০,০০০ টাকা** ও **১,০৮,০০০ টাকা**
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতা : মি. জব্বর আলি মোল্লা পিতা ইয়াকুব আলি মোল্লা** **ঠিকানা :** কাশিনাথপুর, পাথরঘাটা, মৌজা-কালিকাপুর, জে.এল. নং ৪০, রে.সু. নং ১৪৩, তৌজি নং ১০, থানা-রাজারহাট, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৫	জমি ও বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ (জমির এরিয়া ১.৫১২৫ কাঠা) ২ তলবিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমড় কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিংয়ে, যেখানে স্থিত কাশিনাথপুর, পাথরঘাটা, মৌজা-কালিকাপুর, জে.এল. নং ৪০, রে.সু. নং ১৪৩, তৌজি নং ১০, আর.এস. দাগ নং ১২২১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫১৬, থানা-রাজারহাট, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, কলকাতা-৭০০১৩৫, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, যার ডিড নং আই-১৫২৩০৮৬০৮/২০১৬, তারিখ ১০.০৮.২০১৬। মি. জব্বর আলি মোল্লা, পিতা ইয়াকুব আলি মোল্লার নামে সম্পত্তি। সম্পত্তির পরিসীমা : উত্তরে-অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে-হাল আর.এস. দাগ নং ১২২২, পূর্বে-হল আর.এস. দাগ নং ১২২১ ও ৬ ফুট কমন প্যাসেজ অন দা হল আর.এস. দাগ নং ১২২১ (সীমানা প্রাচীর)।	**১৫,৫২,৪৯২.৬৭ টাকা** ২৬.০২.২০২৬ তারিখে এবং উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়	১৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০১.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**৩০,২৭,০০০ টাকা** ও **৩,০২,৭০০ টাকা**
শাখা : কৈখালি **ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা : শিউলি আখতার পিতা সুলতান আহমেদ** **ঠিকানা :** বিবেকানন্দ নগর, ইস্ট উদয়রাজপুর, থানা মধ্যমগ্রাম, বারাসাত ২, উত্তর ২৪ পরগনা	একটি সেল্ফ-কন্টেনড় টাইলস্ ফ্লোরিং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪৩, ২য় তলে, জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে, ব্লক-এ১, "ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স (টাউনশিপ" নামে পরিচিত প্রোজেক্টে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩২৪ বর্গফুট, যাতে রয়েছে দুটি রুম তৎসহ সংলগ্ন টয়লেট ও ওপেন কিচেন, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে জে.এল. নং ৭৬, রে.সু. নং ১১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস ও এলআর দাগ নং ১৭২ এবং এলআর খতিয়ান নং ১০৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯৮ ও ৯৯৮, মৌজা মোল্লাপাড়া, হোল্ডিং নং ১১৬ মোল্লাপাড়া রোড, থানা-বারাসাত এখন মধ্যমগ্রাম, পোঃ কাজিপাড়া, ওয়ার্ড নং ০১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা-৭০০১২৫, পশ্চিমবঙ্গ।	**৪,৮৮,২০২.৪০ টাকা** (মূল পরিমাণ + সুদ) তারিখ ২৯.০৫.২০২৫ তৎসহ উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়	১২.০৬.২০২৫ ও ০৭.১১.২০২৫ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	**৭,৩০,০০০ টাকা** ও **৭৩,০০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/**-এর মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়াতে কেবলমাত্র অকশন সেল/বিডিং করা হবে।

(২) সমস্ত সম্পত্তির জন্য, অকশনের তারিখ ও সময় ২৫.০৯.২০২৬-এ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, তারপর প্রতি ১০ মিনিটের অপরিসীম সম্প্রসারণ হবে, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ১২০ মিনিটের জন্য অকশন প্রক্রিয়া চলবে এবং সর্বশেষ ১০ মিনিটে বৈধ বিড পাওয়া গেলে, আরও ১০ মিনিটের জন্য অকশন সম্প্রসারিত হবে। সর্বশেষ ১০ মিনিটে বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। উপরিল্লিখিতমতো সংরক্ষিত মূল্যের বেশি একটি নচ-এ সম্পত্তির অকশন করা হবে। বিডাররা ১০,০০০ টাকার (দশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতকে তাঁদের অফার বৃদ্ধি করতে পারবেন। আগ্রহী পার্টিরা ১৭.০৯.২০২৬ এবং ১৮.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সাইটে সম্পত্তিসমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন।

(৩) আগ্রহী বিডারদের পোর্টাল **https://BAANKNET.com/**-এ তাঁদের নাম রেজিস্টার করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা অকশনের জন্য কীভাবে রেজিস্টার করতে হবে, অকশনের ধরন, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য উপরিল্লিখিত লিঙ্ক অনুসরণ করবেন। আগ্রহী বিডাররা কোনও অনুসন্ধানের জন্য মি. সুরেশ কুমার (+৯১-৯২০৪৮৮২৩০০) এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ/সম্পদসমূহ **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু যেভাবে আছে ভিত্তিতে"** এবং **"কোনও রিকোর্স ভিত্তি ব্যতীত"** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেবার পূর্বে, সম্পত্তিতে এনকামব্রান্সেস, অকশনযোগ্য সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব বিস্তারকারী দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য, বাস্তব অধিগ্রহণ করতে জড়িত সময় এবং ব্যয় (প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত সম্পত্তিসমূহের জন্য) নিজেদের অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সম্পত্তি কর, এনার্জি চার্জেস ইত্যাদি সমেত অর্জিত বিবিধ সমস্ত বকেয়া সফল বিডারকে বহন করতে হবে। **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য এবং বিলম্বের জন্য ব্যয় এবং/বা বাস্তব অধিগ্রহণ করতে জড়িত আইনি বিষয়সমূহ** (প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে) অনুমোদিত অফিসার/সিকিওরড ক্রেডিটর দায়ী থাকবেন না।

(৫) অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর সর্বোত্তম তথ্যমতে শিডিউলে সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিসে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ যাওয়ার জন্য উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন।

(৬) উপরিল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদের E-BAANKNET-এ ব্যবস্থিত ওয়ালেটে উপরোক্তমতো বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমার জন্য প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরিল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) আগ্রহী বিডারদের অকশনের তারিখের পর্যাপ্ত সময় আগে উক্ত পোর্টালে নিজেদের রেজিস্টার করতে হবে, কিন্তু কোনওভাবেই ২৫.০৯.২০২৬-এ বিকাল ৫টার পরে করলে চলবে না।

(৮) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে, বিক্রি সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিডের গ্রাহ্যতার পর তৎক্ষণাৎ ইতোমধ্যে জমা করা ইএমডি সমেত, বিড পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিডে আইনিভাবে যোগ্য বিবেচিত হলেই উপরিল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে সর্বোচ্চ বিডারকে ঘোষণা করা হবে।

(৯) অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিক্রি নিশ্চিতকরণের ১৫তম দিনে (ব্যাঙ্কের কার্যকালের সময়ের মধ্যে) বা তার আগে অথবা অনুমোদিত অফিসারের একচ্ছত্র বিবেচনায় পারস্পরিক সম্মতিমতে লিখিতভাবে এরূপ সম্প্রসারিত সময়ে বিড/পারচেজ মানির বাদবাকি ৭৫% জমা করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সফল বিডার পেমেন্ট করতে অপারগ হলে বিডারের ইতোমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নতুন করে অকশন আয়োজন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক দ্বারা সংরক্ষিত।

(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন ও তারপরে বিক্রির কাজ সম্পূর্ণ হবে, এরপর ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রাহ্য করবেন না।

(১১) কোনও কারণ না দেখিয়ে সর্বোচ্চ বিড বা কোনও একটি বা সমস্ত বিড গ্রহণে অনুমোদিত অফিসার বাধ্য নন এবং কোনও একটি বা সব বিড গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার এবং সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব বিবেচনায় বিক্রির কোনও শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা ছাড় দেবার অধিকার অনুমোদিত অফিসার দ্বারা সংরক্ষিত।

(১২) সফল বিডারকে/ক্রেতাকে কনভেয়েন্স ডিড্-এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সমেত ট্যাক্স (৫০ লাখ টাকা ও তার বেশি মূল্যমানের সম্পত্তিসমূহের জন্য আয়কর আইন ২০২৫ অনুযায়ী ধারা ৩৯৩(১) টেবিল ক্রমাঃ ৩(১) অনুযায়ী), যদি থাকে, বহন করতে হবে।

(১৩) উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/গ্যারান্টারগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে এই প্রকাশনা অগ্রিম ত্রিশ দিনের বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করতে হবে।

(১৪) পুনরায় বিশদ বিবরণ, প্রসেস কমপ্লায়েন্স এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন : **www.bankofindia.bank.in**

তারিখ : ২১.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বাঃ অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া